৫৮

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 09 MAR 1994
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

পর্দা বজায় রেখে উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ চাই

গত জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝিতে বাংলাদেশে এসেছিলেন ইরানের প্রেসিডেন্টের মহিলা বিষয়ক উপদেষ্টা ও ইরানের পার্লামেন্টের একজন সদস্যা। ইনকিলাবে দেয়া সাক্ষাতকারে তাঁরা বলেছেন, 'হিযাব' ইরানী নারী সমাজকে পেছনে ঠেলে দেয়নি; বরং সামনে এগিয়ে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইরানের নারী সমাজের যে বর্তমান চিত্র তুলে ধরেছেন, তা বিশ্বের সমগ্র মুসলিম নারী সমাজের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারের মেয়েরা এসএসসি, এইচএসসি, খুব বেশী হলে বিএ পাস। কারণ, এ পর্যন্ত পড়াশুনার জন্য দেশে মহিলা স্কুল-কলেজ রয়েছে। এর চেয়ে উপরে অর্থাৎ ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিতে হলে ছেলেদের সঙ্গে এক ক্লাসে বসে ক্লাস করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবার থেকে বেপর্দা হবার ভয় এখানে কাজ করবে। যদি বোরকা পরে মাথা ঢেকেও যাওয়া হয়, তবুও পরিবেশের কথাও হয়তো তাঁরা চিন্তা করে থাকেন। অথচ, পর্দানশীন মুসলিম মেয়েরা যাতে উচ্চতর ডিগ্রী নিতে পারেন তার জন্য দেশে মহিলা মেডিকেল কলেজ কিংবা মহিলা ডিগ্রী কলেজগুলোতে ভালো ভালো বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী চালু করা হলে মুসলিম নারী সমাজের লাভ বই ক্ষতি হবে না. এবং পর্দাও বজায় থাকবে। ইরানে দুটো মহিলা মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আছে। আমাদের দেশে যদিও এখন একটি মহিলা মেডিকেল কলেজ খোলা হচ্ছে, তবে সরকারীকরণ না করা হলে এতে কোনো লাভই হবে না। দেশের ডিগ্রী কলেজগুলোতে শুধু বাংলা বা ইংরেজীই নয়; বরং আরো ব্যাপক বিষয় খোলা হলে এবং সেখানে মাস্টার্স ডিগ্রী (শুধু প্রাইভেট নয়) চালু করা হলে, অনেক সুবিধা হবে।

দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা কত কিছুর জন্যই তো আন্তরিকভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা তো এদিকটা ভেবে দেখতে পারেন। কারণ, ইসলাম ধর্মে নারীদের পর্দা বজায় রেখে শিক্ষিত হতে কোনো নিষেধ নেই— এটা নিশ্চই তাঁরা মানবেন।

আসুন, আমরা সবাই সরকারের কাছে এ সমস্ত দিক উন্মোচন করি এবং ইরানের মতো একটি অগ্রণী ইসলামী নারী সমাজ গঠনে সহায়তা করি— 'হিযাব' যাদেরকে পিছু হঠিয়ে দেয়নি; বরং আরো সামনে এগিয়ে নিয়েছে, শক্তিশালী করেছে।—মাসুমা বেগম, পীরবাগ, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পিছানোর ইতিকথা

শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের পেছনে সন্ত্রাসের পাশাপাশি যে বিষয়টি নিয়ত ক্রিয়াশীল সেটা হলো সেশন জট। সেশন জট দূরীকরণের অভিপ্রায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে একাডেমিক ক্যালেণ্ডার ও সময়মতো পরীক্ষা অনুষ্ঠান। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯৯১ সালের এমএ/এমএসএস শেষ পর্ব কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা এ পর্যন্ত তিনবার পিছানো হলো সম্পূর্ণ কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে। প্রথমত এ পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয় ১৬ ফেব্রুয়ারী '৯৪ থেকে। এ উদ্দেশ্যে সকলের জন্য কোন কোন বিভাগ ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সকল আন্ত কোর্স, টিউটরিয়াল পরীক্ষা শেষ করে ক্লাস সাসপেণ্ড করে দেন। কিন্তু পরবর্তীতে হঠাৎ করেই পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয় ১৯ মার্চ '৯৪ থেকে। এদিকে ১৫শ' বিসিএস পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষার তারিখ ১৯ মার্চ থেকে শুরু হবে বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছে। যার দরুন অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ১৫শ' বিসিএস লিখিত পরীক্ষা না দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু হঠাৎ করে ডাকসু নির্বাচন এবং পিএসসির পরীক্ষার অজুহাত পরিবর্তিত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয় ৪ জুলাই থেকে (অবজারভার ১-৩-৯৪)। এ তারিখটা যদি আরো একমাস আগে জানানো হতো তাহলে সফলভাবে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যেতো। অন্যদিকে ২ মার্চ দৈনিক বাংলা পত্রিকা জানায়, ১৬শ' বিশেষ বিসিএস জুন মাসে আহবান করা হবে, এখন মূলতঃ দেখা যাচ্ছে আমরা যারা '৯১ সালে মাস্টারস পরীক্ষার্থী, তারা ১৫শ' এবং ১৬শ' বিসিএস থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে হঠাৎ করে এতদিনের জন্য কেন পরীক্ষা পিছানো হলো?

সুতরাং এমতাবস্থায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আবেদন যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমরা আপাতত ১৬শ' বিসিএস-এ অংশগ্রহণ করতে পারি তার একটা সুব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

—মোঃ আমীর হোসেন, জিয়াউল হক,
তোফায়েল আহমদ, এমএসএস,
শেষ পর্ব পরীক্ষার্থী '৯১,
সূর্যসেন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।